‘সুনামি’ আতঙ্ক, বিপদের সাইরেনে ঘুম ভাঙল গ্রামবাসীর

ব্রতদীপ ভট্টাচার্য

বিপদ সংকেত ছড়িয়ে হুলস্থুল পড়ে গেল গোটা এলাকায়। ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রেসকিউ সেন্টারের দিকে ছুটলেন গ্রামবাসীরা। উদ্ধারে নামল স্পিড বোট। নদীতে নামানো হল ডুবুরি। জলের মধ্যে আটকে থাকা মানুষ ও গবাদিপশু উদ্ধার করে আনা হল রেসকিউ সেন্টারে। তবে গোটাটাই মহড়া!

আট বছর আগে এ ভাবেই বিপর্যয় নেমেছিল উত্তর ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী অঞ্চল হেমনগর-সহ আশপাশের এলাকায়। আয়লার তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গিয়েছিল গোটা গ্রাম। তবে সেসময় দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় জানা ছিল না এই এলাকার বাসিন্দাদের। আতঙ্কে দিশ্বিদিক শূন্য হয়ে পড়েন তাঁরা। আয়লার তাণ্ডবে ভেসেছিল বহু পরিবার। ডুবে মৃত্যু হয় মানুষ, গবাদি পশুর। রক্ষা পায়নি সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চল। এই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে কারণেই প্রশিক্ষণ। বিপর্যয় ফের এলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল শেখাল রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর।

মহড়া। শুক্রবার হেমনগরে। —প্রতিদিন চিত্র

শুক্রবার সকালে হেমনগর এলাকায় সুনামির মহড়া করে বাঁচার উপায় দেখিয়ে দেন দফতরের সদস্যরা। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এনডিএমএ এদিন হেমনগর-সহ রাজ্যের আরও ছটি জায়গায় এই মহড়ার আয়োজন করে। এই মহড়ায় অংশ নেয় এনডিআরএফ, বিএসএফ, উত্তর ২৪ পরগনার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর সদস্যরা। এদিন হেমনগরের দক্ষিণপাড়া হাইস্কুলের মাঠে অস্থায়ী রেসকিউ শেল্টার তৈরি করা হয়। তৈরি করা হয়েছিল একেবারে সুনামির মতো পরিবেশ। পরিস্থিতি তৈরি করা হয় বাসিন্দাদের সচেতনতার জন্য।

এই পরিস্থিতির শুরুতেই বিদ্যুৎ এবং ফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তাই এদিনের মহড়ায় শুরু থেকে শেষ অবধি উদ্ধারকর্মীরা মোবাইল ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। রাজ্যের অ্যামেচার হ্যাম রেডিও ক্লাবের সদস্য গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখা জরুরি। নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতে হ্যাম রেডিও ব্যবহার করা হয়।” মহড়ার শুরুতেই সাইরেন বাজিয়ে সুনামির বিপদ সংকেত শোনানো হয় বাসিন্দাদের। ঘোষণায় বলা হয় আন্দামানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হওয়ার দরুণ উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল জলোচ্ছ্বাস হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রকাশ মুধা জানান, দুর্যোগ এলে গ্রামবাসীদের কী করণীয় তা প্রাথমিকভাবে জানানো হচ্ছে। সতর্কতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলাকার রেসকিউ সেন্টারে আশ্রয় নিতে হবে। গ্রামবাসীদের হাতেকলমে দেখানো হয়, রেসকিউ সেন্টারের ব্যবস্থা। হেমনগর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বলেন, “আয়লার সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তখন ওই পরিস্থিতিতে কি করতে হয় সে বিষয়ে কিছুই জানতাম না। এদিন যা শিখলাম তা থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে অন্যের প্রাণ বাঁচানোর পদ্ধতি শিখলাম।” গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, আজ যা দেখলাম সে বিষয়ে কোনও ধারণা ছিল না। সেসময় এগুলো জানা থাকলে অনেকের প্রাণ বেঁচে যেত। আয়লা, সুনামী এবং জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগ এলে এখন তা সামাল দিতে পারব। এদিন এনডিআরএফের একটি দল হেমনগরে গিয়ে উদ্ধার কাজের মহড়ায় দেখান স্পিড বোট নিয়ে দেখান উদ্ধারের পদ্ধতি। স্থানীয় এক বড় জলাশয় এবং রায়মঙ্গল নদীতে নেমে ভেসে যাওয়া ও ডুবে যাওয়া মানুষদের বাঁচানোর কৌশল দেখান। এদিন হেমনগরের প্রায় সাতশো বাসিন্দা মহড়ায় অংশ নেন।

Copyright © 2016 Pratidin Prakasani Pvt Ltd. All rights reserved | Made in GLOBOPEX (http://www.globopex.com)